প্রসঙ্গ-অলক্ষী

ডঃ কালিচরণ কর্মকার

বিবিধ বেদ পুরাণে দীর্ঘ বিবর্তনের পথ ধরে শ্রী এবং লক্ষী এই দুই পৃথক দেবী মিলে মিশে একাকার অবশেষে লক্ষ্মী রূপে সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, শ্রী, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দেবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিত্র রূপা লক্ষ্মীদেবীর পূজার হরেক ক্ষণ তিথি। শরতের কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁর পূজা সবচেয়ে প্রিয় হলেও বারোমাসেই তাঁর পূজার বিধি রয়েছে। এমনকি প্রতি সপ্তাহেই গুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে বাঙালীর ঘরে তিনি পূজিতা। সেই সূত্রে কার্ত্তিক মাসে ভূত অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলীর সন্ধ্যায় কিংবা অনেক স্থানে তার পরবর্তী প্রতিপদ বা দ্বিতীয়াতেও লক্ষীদেবীর পূজা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ছড়ায় বলা হয়েছে শ্যামা পূজা হয় মাগো কার্ত্তিক মাসেতে।

সেই দিন এসো মাগো আমার গৃহেতে। শুভ অশুভে স্থাপিত এ বিল্বের পাদ পীঠ। তাই অশুভকে দূর করে তবেই শুভলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই কারণে শ্যামা পূজার দিন দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যায় কিংবা তারপর দিন প্রতিপদে বা দ্বিতীয়ায় বাঙালী হিন্দু সমাজ লক্ষ্মীপূজার পূর্বে অলক্ষ্মী নামে এক দেবীকে পূজা করে তাঁকে অপসারণ করে। তারপর শু হয় লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মী যেমন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবতা, অলক্ষ্মী তেমনি দূর্ভাগ্যের দেবতা। দেবতা হিসাবে অলক্ষ্মীর রোষ দৃষ্টি প্রশমনের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। অর্থাৎ লক্ষ্মী পূজার উৎস যেমন ভক্তি, অলক্ষ্মী পূজার তেমনি ভয়।

‘লক্ষ্মীর বিপরীত শক্তি হিসাবে অলক্ষ্মীর ধারণা খ্রীষ্ট পূর্ব শতাব্দীতেই এদেশের মানুষের মনে জন্মেছিল। বৌধায়নের ধর্ম সূত্রে অলক্ষ্মী পূজার বিবরণ আছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে অলক্ষ্মীর আট প্রকার আকৃতির উল্লেখ আছে’। বৌদ্ধ জাতকেও দেখা যায় মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্য কালকর্ণী অলক্ষ্মী রূপিনী।

পূরাণের একটি কাহিনী অনুসারে ‘সমুদ্রমন্থন কালে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মী রক্তমাল্য ও রক্ত কমলে ভূষিতা হয়ে সমুদ্রগর্ভে আবির্ভূতা হন। দেবাসুরের মধ্যে কেহই তাঁকে বিবাহ করতে রাজী না হওয়ায় দুঃসহ নামে একজন মহতপা মুনি তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে এঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এঁর বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ, ইনি দ্বিভূজা, হাতে কাঁটা, লৌহ অলঙ্কারে ভূষিতা, গর্দভারূঢ়া। ইনি দুর্ভাগ্যের দেবী এবং এর সর্বাঙ্গে কাঁকরের চন্দন লিপ্ত। ইনি স্বভাবেও কলহপ্রিয়া। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলা হয়েছে যে, অনাচার বহুল গৃহ অলক্ষ্মীর প্রিয় স্থান।

আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্ধৃত অলক্ষ্মী ধ্যান মন্ত্রটিতে বলা হায়ছে -- ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণ বর্ণাং কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধানাং কৃষ্ণ গন্ধনুলেপনাং তৈলাভ্যক্ত শরীরাং মুক্ত কেশীং দ্বিভুজাং বাম হস্তে গৃহীতভস্মনীং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীং গর্দভারূঢ়াং লৌহাভরণ ভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কলহ প্রিয়াম্। এই ধ্যানমন্ত্রানুসারে অলক্ষ্মী আবার কৃষ্ণগন্ধলিপতা, তৈললিপ্তশরীর, তাঁর বাম হস্তে ভস্মাধার এবং তিনি বিকৃত দংষ্ট্রা। অলক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্রটি এই রূপ--

‘অলক্ষ্মীস্ত্বং কুরূপাসি কুৎসিৎস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তা গৃহ পূজাঞ্চ শাশ্বতীম্।।
দারিদ্র্য কলহপ্রিয়ে দেবিত্বং ধননাশিনী।
বাহি শত্রোর্গৃহে নিতাং স্থিরাত্তর ভবিষ্যসি।।
গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোগৃহীত্বা চাশুভংমম।

মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা ত্ত ভবিষ্যসি।।

এখানে লক্ষ্মনীয় অলক্ষ্মী দ্বারা শত্রুর অমঙ্গলসাধনের জাগতিক আকাঙক্ষাটি ।অলক্ষ্মীর গর্দভ বাহনটি পরবর্তীকালে যে লৌকিক দেবী শীতলার বাহনরূপে প্রযুক্ত হযেছে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেভাবে অলক্ষ্মীর মূর্তি পরিকল্পনা করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে অন্যান্য দেবতার মৃন্ময় বিগ্রহের মত লোকায়ত সমাজে অলক্ষ্মীর মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করা হয় না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী আচারই প্রধান। গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অশুভ ও অমঙ্গলের প্রতীক রূপে অলক্ষ্মী গড়েন কলাগাছের খণ্ডিত কাণ্ড বা পেটাকার উপরে গোবরের পুতুল তৈরী করে। যত নোংরা বস্তু তাঁর আসে পাশে স্থান করা হয় যেমন চুলের গুচ্ছ, নিমপাতা(তিক্ত), ঝাঁটার কাটি,জঞ্জাল, গোবরের জ্বলন্ত প্রদীপ ইত্যাদি। গোবরময় অলক্ষ্মীর পুতুল মূর্তিটিকে সিঁদূর চর্চিত করা হয়। বলা বাহুল্য অলক্ষ্মীর মূর্তি গঠন ও তাঁর পূজা সবই গৃহ কক্ষের বাইরে ানুষ্ঠিত হয়। কোথাও ব্রাক্ষ্মণ আবার কোথাও বা বাড়ির মেয়েরা বামহস্তে অলক্ষ্মী পূজা সমাপন করেন। শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণপক্ষে অলক্ষ্মী পূজা বিধেয়। লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসব উৎকৃষ্ট ট্যাবুর নিদর্শন।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় অলক্ষ্মী বিদায় বা অলক্ষ্মী বের করা পর্ব। কুলোর বাতাস দিয়ে অলক্ষ্মী বিদায়ের রীতি আছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের একটি উক্তি স্মরণীয়-- 'বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর'। এই পর্বে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে ভাঙা কুলো ঢপ্ ঢপ্ শব্দে পেটাতে পেটাতে অলক্ষ্মীকে নিয়ে বাস্তুর বাইরে চৌরাস্তার কিংবা রাস্তার তেমাথার ধারে পরিত্যাগ করে। কুলো পিটিয়ে যাবার সময় তাদের মুখে ছড়াকারে উচচারিত হয়-- অলক্ষ্মী দূর হ/ মা লক্ষ্মী ঘরে আয়। কিংবা ঘরের লক্ষ্মী থাক ঘরে / অলক্ষ্মী বাইরে থাক ইত্যাদি। 'দক্ষিণ চবিবশ পরগণায় অলক্ষ্মী বিদায়ের এক অভিনব ছড়া ক্ষেত্র গবেষণায় সংগৃহীত হয়েছে। বাচচারা কুলো বাজিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে-- "কুলোর এই ঢপ্ঢপানি/ বেরোরে চুদ মারানী! ..... গালমন্দ করে অলক্ষ্মীকে তাড়ানোর ব্যবস্থা এবং তারপরে আসল লক্ষ্মীকে ঘরে তোলা 'কুল-কৌলিক- প্রথা' হিসাবে পালিত হয়" কলা গাছের পেটকোতে করে অলক্ষ্মী বিদায় ব্যাপারটি খাল বিল নদী নালা অধ্যুষিত প্রাচীন বাংলায় নৌযান নির্ভরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অলক্ষ্মী বিদায়ের পর বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় গৃহদেবতার স্থানে পূর্ব থেকে প্রজ্জ্বলিত প্রদিপের সম্মখে শঙ্খ ধবনি করার রীতি আছে। অলক্ষ্মী পরিত্যাগের পর সেদিকে কোন ক্রমেই না তাকানো রীতি। তাকালে অশুভ প্রভাবের ভয়। অলক্ষ্মী সংক্রান্ত এটি একটি উল্লেখযোগ্য ট্যাবু।

অলক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীর বিরোধী দেবতা, দুষ্ট লক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।..... কথিত আছে যে সমুদ্র হইতে উত্থিতা হইয়া ইনি দেবগণকে আপনার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তাহাতে দেবগণ এইরূপ উত্তর করেন-- যেস্থানে সর্বদা কলহ বিবাদ, অস্থি ও চিতাভস্ম বিদ্যমান আছে সেই স্থানে তুমি বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, যে কদাচারী, পদ ধৌত না করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায়, তৃণ-অঙ্গার -অস্থি প্রভৃতির দ্বারা যে দন্ত পরিষ্কার করে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাঁজা, লাউ, বেল ও ছাতিম প্রভৃতি আহার করে, তুমি সেই সকল ব্যক্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিবে। বিশেষত যে গৃহে পতিপত্নীর মধ্যে সর্বদা কলহ হয়, সেই গৃহে তুমি গাঢ় প্রবেশ করিতে পারিবে।"-- এ যেন পরোক্ষে পরিবেশ, আচরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার মাধ্যমে লোক শিক্ষারই অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

লক্ষণীয় এই যে, যে গোবর দিয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মীর পুতুল গড়ে থাকে সেই গোবরও কিন্তু খুব একটা অস্বাস্থ্যকর বস্তু নয়। তাই গৃহস্থের মাটির বাড়ীর দেওয়াল, দাওয়া, উঠান প্রভৃতি গোবর জল দিয়ে নিকানো হয় এবং অপরিচছন্ন স্থানকে গোবর জল ছিটিয়ে পরিচছন্ন করা হয়। গোবর অনুষঙ্গে আর একটি কথা স্মতর্ব্য যে ঘাঁটু নামে চর্মরোগের আরও এক লৌকিক দেবতার মূর্তি গড়া হয় গোবর দিয়ে। সম্ভবত এক্ষেত্রেও অলক্ষ্মীর গোবরময় লৌকিক মূর্তির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী প্রতিপদ তিথিতে অনেক অঞ্চলে গৃহিনীগণ ভোরে শুকতারাকে বরণ করে ছড়া কেটে কামনা করেন -- দুখ গেল ভেসে /সুখ এল হেসে।' এখানে স্পষ্টতই শুকতারা সুখের প্রতীক। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে সাধারণতঃ অলক্ষ্মী পূজার যে আধিক্য দেখা যায় সে প্রসঙ্গের আর একটি তাৎপর্য নিহিত আছে বলে মনে হয়। তন্ত্র শাস্ত্র মনে এই সময়টা বিদেহী আত্মা ও অপদেবতাদের পূজার উপযুক্ত সময়। সে দিক দিয়ে পাপী বা দুষ্টা লক্ষ্মী রূপী অলক্ষ্মীকে

পূজা করে বিদায় দেওয়াটি ঐ সময়োপযোগী বলে মনে হয়।

ভক্তি থেকে জাত লক্ষ্মী দেবীর কাছে সৌভাগ্য কামনা এবং ভয় থেকে জাত অক্ষ্মী দেবীর নিকট তাঁর রোষ দৃষ্টিথেকে মুক্তি পাবার কামনা-- এই দুই ধারা সমন্বিত হয়েছে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী সম্পর্কিত একটি ব্রত কথায়--- কোন এক রাজা তাঁর বসানো হাটে না বিকানো মালপত্র পূর্বশর্তানুসারে কিনে নেন। ফলে অলক্ষ্মী মূর্তিগুলিকে কিনতে বাধ্য হন, এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজলক্ষ্মী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। সেই পথ অনুসরণ করে ধর্ম রাজপুরী ছেড়ে যেতে উদ্যত হলে রাজা তাঁকে এই বলে আটকান যে তিনি শর্ত রক্ষা করে পরোক্ষে ধর্মকেই বজায় রেখেছেন। অগত্যা ধর্ম সেখানে থেকে গেলে সকলেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। শেষে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর মধ্যে এই মীমাংসা হয় যে লক্ষ্মীর সংগে অলক্ষ্মীরও পূজা হবে-- অবশ্য রাজপুরীর বাইরে খোলা আকাশের তলায়।

মানুষের জীবনেও সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পাশাপাশি অবস্থান করে 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানিচ' । সুতরাং সৌভাগ্যের অন্বেষণে আমাদের অনেক সময়ে দুর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হতে হয়। তখন দুর্ভাগ্যকে সহজভাবে নেমে নিয়ে তাকে অতিক্রমের সংগ্রামে বীরের মত অগ্রসর হতে হয়। তাই কবি কণ্ঠে উচচারিত হয়-- 'যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতেই যাবই/ লক্ষ্মীরে হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই'।

তথ্যসূত্র

১) হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- (৩য় ঘণ্ড)-- ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-পৃঃ ৯৯-১০১
২) পৌরাণিক অভিধান -- সুধীর সরকার সংকলিত - পৃঃ ৩২
৩) বাংলার ব্রত -- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পৃঃ ১২৩
৪) চব্বিশ পরগণা লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোক সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা -- ডঃ দেবব্রত নস্কর - ১০৭ -১০৮
৫) সরল বাংলা অভিধান (৪র্থ সংস্করণ) -- শ্রী সুবল চন্দ্র মিত্র - পৃঃ ১৪৮
৬) গীত বিতান -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com